কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 MAR 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

শিক্ষার্থীদের ব্যানারে দখলদারের আগুন

হল উদ্ধার ইস্যুতে উত্তাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন অব্যাহত

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▶

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া শহীদ আজমল হোসেন হল পুনরুদ্ধারে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। গতকাল রবিবার হল অভিমুখে মিছিল নিয়ে গিয়ে ব্যানার টানিয়ে দেয় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষার্থীরা চলে আসার পরই ব্যানার পুড়িয়ে দেয় দখলদাররা। এ ছাড়া দুই পুলিশ কর্মকর্তার অপসারণ দাবিতে শিক্ষক সমিতির ডাকা ক্লাস বর্জন কর্মসূচিও অব্যাহত আছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা আজও ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করার কর্মসূচি দিয়েছে। পূর্বঘোষিত কর্মসূচির

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১ ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩

শিক্ষার্থীদের ব্যানারে দখলদারের আগুন

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

অংশ হিসেবে গতকাল রবিবার সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে শিক্ষার্থীরা। এরপর সকাল ১১টার দিকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পাটুয়াটুলী এলাকায় অবস্থিত বেদখল হওয়া আজমল হল অভিমুখে যাত্রা করে। তবে মিছিলটি সদরঘাট ওভার ব্রিজের নিচে পৌঁছলে ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। বাধা পেয়ে শিক্ষার্থীরা সেখানেই অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে। এরপর পুলিশের সঙ্গে আন্দোলনকারী নেতাদের সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্রলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম শিপির ও সহসভাপতি হিমেলুর রহমানের নেতৃত্বে দশ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আজমল হলে ব্যানার লাগাতে যায়। তবে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিদলটি কয়েক শ পুলিশের পাহারায় পাটুয়াটুলী স্টেডিয়াম আজমল হলের কাছে যাওয়ার আগে মহল্লার প্রধান গেট বন্ধ করে দেয় হল দখলকারীরা। ওই সময় ৩০-৪০ জন লোক হাজি মেসিমের সমর্থনে স্লোগান দিতে থাকে। তখন পুলিশ প্রতিনিধিদলকে নিরাপত্তার অজুহাতে আজমল হোসেন হলে যেতে বারণ করে। এ সময় শিক্ষার্থীরা আজমল হোসেন হলের পাশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদখল হওয়া আরেকটি ভবনের (কর্মচারী আবাসন) ছাদে নির্মিত ক্রাউন মার্কেটে 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ আজমল হল' লেখা একটি ব্যানার টাঙিয়ে দেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, শিক্ষার্থীরা সেখান থেকে চলে এলে কিছুক্ষণ পর দখলকারীরা ব্যানারটি নামিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। এ খবর তৎক্ষণাৎ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে তারা সড়কে টায়ার আগুন জ্বালিয়ে কিছুক্ষণ সড়ক অবরোধ করে রাখে। পরে তারা ক্যাম্পাসে এসে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতারাও বক্তব্য দেন। সমাবেশ শেষে ঘোষণা দেওয়া হয়—আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টায় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করা হবে।

এদিকে ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ওপর পুলিশি হামলার প্রতিবাদে পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃত্বে শিক্ষকরা সকাল ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ মিনার থেকে একটি র‍্যালি বের করেন। র‍্যালিটি রায়সাহেববাজার মোড় হয়ে ফের ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। এরপর দুপুর ১২টায় ক্যাম্পাসের ভাষা শহীদ রফিক ভবনের সামনে শিক্ষকরা সমাবেশ করেন। সমাবেশ থেকে আজ সোমবার সকাল ১১টায় মানববন্ধন কর্মসূচির ঘোষণা দেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড সরকার আসী আককাস। এ সময় তিনি বলেন, 'পুলিশের ডিসি হারুন এবং কোতোয়ালি থানার ওসি মনিরুজ্জামানকে অপসারণ না করা পর্যন্ত আমাদের ক্লাস বর্জন অব্যাহত থাকবে।'

হল আন্দোলন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্যসচিব ও ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এস এম সিরাজুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা শহীদ আজমল হোসেন হলের জায়গাটি দখল করে ব্যানার টাঙিয়ে দিয়েছি। বাকি হলগুলো উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।'

বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান বলেন, 'আগামী মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধান প্রকৌশলী আবদুল্লাহিল আজাদের সভাপতিত্বে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। আশা করি ওই সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হল নির্মাণ ও একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণের বিষয়টি চূড়ান্ত হবে।'

পুলিশের গতকালের ভূমিকা প্রসঙ্গে লালবাগ জোনের উপকমিশনার হারুন-অর-রশিদ বলেন, 'শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমাদের কোনো বিরোধ নেই। তারা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছে। আর আমরা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট ছিলাম।'